পাবনায় নির্বাচনী সংঘর্ষে বিএনপির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

সংগৃহীত ছবি

পাবনা-৪ আসনে নির্বাচনি মাঠে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে নির্বাচনী প্রচারণাকে কেন্দ্র করে। বিএনপি অভিযোগ করেছে—ঈশ্বরদী ও আটঘরিয়া এলাকায় তাদের নেতাকর্মী এবং সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় একটি গ্রুপ পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালিয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাতে দলটির পক্ষ থেকে প্রচারমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী জানান, হঠাৎ করে চালানো এই হামলায় অন্তত পঞ্চাশজনের বেশি নেতা–কর্মী আহত হয়েছেন এবং তাদের অনেকেই চিকিৎসাধীন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী আবু তালেব মণ্ডল ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে পুরো ঘটনার নেতৃত্ব দেন।

বিএনপির ভাষ্য অনুযায়ী, জামায়াত প্রচারণার সময় ‘ধর্মভিত্তিক প্রলোভন’মূলক বক্তব্য দিলে স্থানীয় কয়েকজন মানুষ আপত্তি তোলেন। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আর পরে সেই প্রতিবাদকে কেন্দ্র করেই বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর চড়াও হয় জামায়াতের কর্মীরা। দলটির দাবি, মানবজমিন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছবিতে জামায়াতের কর্মী তুষারকে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে হামলার সময় স্পষ্টভাবে দেখা যায়—যা ঘটনার প্রমাণ বহন করে।

বিবৃতিতে বিএনপি জানায়, তারা সংঘাত নয়—একটি শান্ত, সহনশীল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন চায়। তারা মনে করে, উত্তেজনা সৃষ্টি করা গণতান্ত্রিক ধারা বিপর্যস্ত করে। তাই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, দায়ীদের গ্রেপ্তার এবং নির্বাচনী মাঠ স্বাভাবিক রাখতে সরকারের সক্রিয় হস্তক্ষেপ দাবি করেছে দলটি।

এদিকে ঘটনাটি নিয়ে দুই পক্ষ ভিন্ন বক্তব্য দিয়েছে। জামায়াতের দাবি—তাদের প্রচারণায় বিএনপি আক্রমণ চালিয়েছে। অন্যদিকে বিএনপির বক্তব্য—স্থানীয় জনগণ জামায়াতের উস্কানিমূলক প্রচারণার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলে পরিস্থিতি বিস্তৃত আকার নেয়।